দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 9 JUL 2012 ...
পৃষ্ঠা ...১৬... কলাম ...৩...

জনবল সংকটে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

■ রংপুর প্রতিনিধি

চরম জনবল সংকটে রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্থবিরতার সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে ২০টি বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী এই সময়ে প্রায় ২শ' শিক্ষকের পদ থাকলেও গত ৩০ জুন পর্যন্ত অনুমোদিত ৯০টি পদের বিপরীতে ৮৮ জন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। কোন কোন বিভাগে ৪টি ব্যাচের জন্য মাত্র ৪-৫ জন শিক্ষক রয়েছেন। ফলে প্রতি শিক্ষককে অতিরিক্ত ক্লাস নিতে হয়। এছাড়া সমাজ বিজ্ঞান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ফাইন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগে মাত্র ২-৩ জন করে শিক্ষক রয়েছেন। শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. সরিতা সালোয়া তিনা বলেন, যে সংখ্যক শিক্ষক রয়েছেন, তাতে চলতি ৪টি ব্যাচেরই ক্লাস-পরীক্ষা চালিয়ে নেয়া কঠিন হয়ে পড়ছে। নতুন সেশনে আরেকটি ব্যাচ এলে বিষয়টি জটিল আকার ধারণ করবে। এছাড়া অনার্স ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষা শেষেই আগামী বছরের জানুয়ারিতে চালু হবে মাস্টার্সের ব্যাচ। তখন এ সংখ্যক শিক্ষক দিয়ে কোনভাবেই চলবে না। সূত্র মতে, বিভিন্ন বিভাগ থেকে কর্তৃপক্ষকে শিক্ষক নিয়োগের চাহিদা দেয়া হয়েছে।

এদিকে ৬টি অনুষদ, ২০টি বিভাগ, জনসংযোগ, শরীরচর্চা, মেডিক্যাল সেন্টার, প্রকৌশল, লাইব্রেরী, পরিবহন দপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রশাসনিক কার্যক্রমের জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীর অনেক পদই শূন্য রয়েছে। কিন্তু ইউজিসি থেকে অনুমোদন না পাওয়ায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দিতে পারছে না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সবচেয়ে বেশি সংকট রয়েছে কর্মচারীর। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি দপ্তর ছাড়াও ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা প্রহরী, আয়া, মালি ও টেকনিক্যাল কর্মচারীসহ মোট কর্মচারী পদের চেয়ে অনেক কম পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বাকি সকল পদই শূন্য রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা শাখা সূত্রে জানা যায়, ৭৫ একর আয়তনের এ ক্যাম্পাস রাতে পাহারা দেয় মাত্র ৪-৫ জন গার্ড। কোন কোন দপ্তর পরিচালনা করা হচ্ছে এক-দু'জন কর্মকর্তা-কর্মচারী দিয়ে। ফলে একাডেমিক কার্যক্রম ঠিক রাখতে অনেক শিক্ষককে যেমন বিকেলে ক্লাস নিতে দেখা যায়, তেমনি প্রশাসনিক কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখতে অফিসের নির্ধারিত সময়ের বাইরেও কাজ করে চলেছেন এখানকার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। এমনকি প্রায়ই সন্ধ্যা-রাতেও চলে অফিসিয়াল কার্যক্রম। এ ব্যাপারে রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোঃ শাহজাহান আলী মণ্ডল বলেন, যেহেতু নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, সেহেতু শুরুর সময় কাজ একটু বেশি করতে হবে।

একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্থবিরতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মু. আব্দুল জলিল বিষয়টির সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জনবল সংকটের কথা স্বীকার করে বলেন, ইউজিসি থেকে যে পদের অনুমোদন পাওয়া যায় শুধু সেই পদেই নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়।